কোরবানী ঈদ উপলক্ষে বিশেষ রচনা

জীব হত্যায় পুন্য কি?

আরজ আলী মাতুব্বর

কোন ধর্ম বলে, 'জীবহত্যা মহাপাপ'। আবার কোন ধর্ম বলে, 'জীবহত্যায় পূণ্য হয়'। জীব হত্যায় পাপ বা পূণ্য যাহাই হউক না কেন, জীব হত্যা আমরা অহরহই করিতেছি। তাহার কারণ- জগতে জীবের খাদ্য জীব। নির্জীব পদার্থ যথা- সোনা, রূপা, লোহা, তামা বা মাটি-পাথর খাইয়া কোন জীব বাঁচা না। পশু-পাখী যেমন জীব; লাউ বা কুমড়া, কলা-কচুও তেমন জীব। উদ্ভিদকূল মৃত্তিকা হইতে যে রস আহরণ করে, তাহাতেও জৈবপদার্থ বিদ্যমান থাকে। কেঁচো মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলেও উহার দ্বারা সে জৈবিক পদার্থই আহরণ করে এবং মৃত্তিকা মলরূপে ত্যাগ করে।

জীবহত্যার ব্যাপারে কতগুলো উদ্ভট ব্যবস্থা আছে। যথা- ভগবানের নামে জীবহত্যা করিলে পূণ্য হয়, অখাদ্য জীবহত্যা করিলে পাপ হয়, শত্রুশ্রেণীর জীবহত্যা করিলে পাপ নাই এবং খাদ্য জীবহত্যা করিলে পাপ-পূণ্য কিছুই নাই ইত্যাদি।

সে যাহা হউক, ভগবানের নামে জীবহত্যা করিলে পূণ্য হইবে কেন? কালীর নামে পাঁঠা বলি দিয়া উহা যজমান ও পুরোহিত ঠাকুরই খায়। কালীদেবী পায় কি? পদপ্রান্তে জীবহত্যা দেখিয়া পায় শুধু দুঃখ আর পাঁঠার অভিশাপ। কেননা কালীদেবীর ভক্তগণ যাহাই মনে করুন, পাঁঠায় কামনা করে কালীদেবীর মৃত্যু। যেহেতু কালীদেবী মরিলেই সে বাঁচিত।

জীবমাত্রই বলির পাত্র নহে। আবার ধর্মে ধর্মে বলির জীবে পার্থক্য অনেক। মুসলমানদের কোরবানির (বলির) পশু - গরু, বকরী, উট, দুম্বা ইত্যাদি। কিন্তু হিন্দুদের বলির পাত্র - ছাগল, ভেড়া, হরিণ, মহিষ, শুকর, গন্ডার শশক, গোসাপ এবং কাছিম।

ইসলামের বিধান মতে 'কোরবানি' একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান। শোনা যায় যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) স্বপ্নাদেশমত তাঁহার প্রিয়পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি করিয়া খোদাতালার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তাই মুসলমানগণ গরু, ছাগল, উট, দুম্বা ইত্যাদি কোরবানি করিয়া খোদাতা'লার প্রিয়পাত্র হন।

কোরবানি প্রথার মূল উৎস সন্ধান করিলে মনে কয়েকটি প্রশ্নের উদয় হয়। প্রশ্নগুলো এমন-

ক. হযরত ইব্রাহীম 'স্বপ্নাদেশ' তাঁহার মনের ভগবদ্ভক্তির প্রবণতার ফল হইতে পারে না কি?

খ. খোদাতালা নাকি স্বপ্নে বলিয়াছিলেন, 'হে ইব্রাহীম, তুমি তোমার প্রিয়বস্তু কোরবানি কর।' এই 'প্রিয়বস্তু' কথাটির অর্থে হযরত ইব্রাহীম তাঁহার পুত্র ইসমাইলকে বুঝিয়াছিলেন

এবং তাই তাহাকে কোরবানি করিয়াছিলেন। হযরত ইব্রাহীমের প্রিয়বস্তু তাঁহার 'পুত্র' ইসমাইল না হইয়া তাঁহার 'প্রাণ' হইতে পারে না কি?

শোনা যায় যে, একদা আল্লাহতালা হযরত মুসার নিকট দুইটি চক্ষু চাহিয়াছিলেন। হযরত মুসা অনেক কোসেস করিয়াও কাহারও কাছে চক্ষুর খোঁজ না পাইয়া পরের দিন (তুর পর্বতে গিয়া) আল্লাহর কাছে বলিলেন, সমস্ত দেশ খোঁজ করিলাম, কিন্তু কোন ব্যক্তিই আমাকে চক্ষু দিতে রাজি হইল না। তখন নাকি আল্লাহ বলিয়াছিলেন, হে মুসা! তুমি সমস্ত দেশ খোঁজ করিয়াছ সত্য, কিন্তু তুমি তোমার নিজ দেহটি খোঁজ করিয়াছ কি? তোমার নিজের দুইটি চক্ষু থাকিতে অপরের চক্ষু চাহিতে গিয়াছ কেন? হযরত মুসা নিরুত্তর হইলেন।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, **নবীগণও কোন কোন সময় আল্লাহর বাণীর উদ্দেশ্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভ্রমে পতিত হইতেন।** হযরত ইব্রাহিম বহির্জগতে তাঁহার 'প্রিয়বস্তু'র খোঁজ করিয়া তাঁহার পুত্রকে পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি তাঁহার অন্তর্জগত খোঁজ করিলে কি পাইতেন?

গ. 'কোরবানি' কথাটির অর্থ বলিদান না হইয়া 'উৎসর্গ' হইতে পারে কি না। ঈসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্তান উৎসর্গের নিয়ম আছে। কোন সন্তানকে তাহার পিতা-মাতা মহাপ্রভুর নামে উৎসর্গ করিতে পারেন। ঐরূপ উৎসর্গ করা সন্তানের কর্তব্য হয়- সর্বস্বত্যাগী হইয়া আজীবন ধর্মকর্ম ও মন্দির-মসজিদের সেবা করা। এই প্রথাটি ইহুদি জাতির মধ্যেও দেখা যায়। হযরত ঈসার মাতা বিবি মরিয়ম জেরুজালেম মন্দিরে উৎসর্গ করা একজন সেবিকা ছিলেন। সমস্ত নবীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন হযরত ইব্রাহীমের বংশধর। হযরত ইসমাইল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসুফ, হযরত মুসা, হযরত ঈসা এবং হযরত মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সকলেই ইসমাইল ও ইসহাক পুত্র, হযরত ইয়াকুব পৌত্র এবং হযরত ইউসুফ ছিলেন প্রপৌত্র। অন্যান্য নবীদের মধ্যে সকলেই ছিলেন হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর পূর্ববর্তী এবং হযরত ইব্রাহীমের অনুসারী। ছেলেদের খাৎনা (ত্বকচ্ছেদ) করার প্রথাটি হযরত ইব্রাহীম প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং তাহা অন্যান্য নবীগণও পালন করিয়া গিয়াছেন। বিশেষত ইহুদি ও খ্রীষ্টানগণ উহা এখনও পালন করেন। কিন্তু স্বগোত্রীয় ও অনুসারী হইয়াও উহারা 'কোরবানী' প্রথাটি পালন করেন নাই। কিন্তু হযরত ইব্রাহীমের আবির্ভাবের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পর উহা প্রবর্তন হইল কেন?

ঘ. যাহারা স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনা করেন, তাঁহারা জানেন যে, স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নে যাহা কিছু দেখে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই থাকে 'রূপক'। হযরত ইব্রাহীমের স্বপ্নের কোরবানির দৃশ্যটি 'রূপক' হইতে পারে কিনা?

উপরোক্ত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, কোরবানি প্রথার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় নয়। একটি স্বপ্নের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ পশুর জীবন নষ্ট হইতেছে। উপন্যাসকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিলে যেরূপ ভুল করা হয়, স্বপ্নের রূপককে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিলে সেইরূপ ভুল হইতে পারে না কি?

সে যাহা হউক, হযরত ইব্রাহীম যে একজন খাঁটি খোদাভক্ত ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যদি স্বপ্নাদেশের প্রিয়বস্তু বলিতে তাঁহার নিজ প্রাণকে বুঝিতেন, বোধহয় যে, তাহাও তিনি দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আল্লাহর প্রেমে তিনি এত অধিক আত্মভোলা হইয়াছিলেন যে, তখন তাঁহার কাছে স্ত্রী, পুত্র ও ধনরত্নাদির কোনই মূল্য ছিল না। তাই তিনি অম্লানবদনে তাঁহার প্রিয়পুত্র ইসমাইলের গলায় ছুরি চালাইয়াছিলেন। হযরত ইব্রাহীমের সন্তান-বাৎসল্য যতই গভীর হউক আর না হউক, উহাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক ছিল, তাহা 'পিতা ও পুত্র'। আজকাল যে সকল ব্যক্তি পশু কোরবানি করেন, তাহাদের সঙ্গে ঐ পশুর সম্পর্ক কি?

কোরবানির পশুর সঙ্গে কোরবানিদাতা সম্পর্ক শুধু টাকার। তাহাও অনেক ক্ষেত্রে সুদ, ঘুষ, চোরাবাজারী, লোকঠকানো ইত্যাদি নানা প্রকার অসদুপায়ে অর্জিত। কাজেই কোরবানিদাতা মনে করেন - 'যত্র আয় তত্র ব্যয়'। মাঝখানে লাভ হয় কোরবানি করার যশ।

দেখা যায় যে, কেহ কেহ কোরবানির দুই-তিনদিন পূর্বেই কন্যা-জামাতা ও আত্মীয়-বন্ধুদের দাওয়াত করেন এবং কোরবানির দিন সকাল হইতে আটা-ময়দা ও চাউলের গুঁড়া তৈয়ারে ব্যস্ত থাকেন। কোরবানির পশুর মাংস দিয়া মাংস-রুটির এক মহাভোজ হয়। হযরত ইব্রাহীম যখন ইসমাইলকে কোরবানি করিতে লইয়া গিয়াছিলেন, তখন কি বিবি হাজেরাকে তিনি আটার রুটি তৈয়ার করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন?

কোরবানির পশুর জবেহ হইতে আরম্ভ করিয়া - মাংস কাটা, বখরা ভাগ ইত্যাদি ও খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকে যতরকম হাসি-তামাসা, গল্প-গুজব ও পান-সিগারেটের ধুম। হযরত ইব্রাহীমের কোরবানির সাথে ইহার পরিবেশগত কোন সামঞ্জস্য আছে কি?

হযরত ইব্রাহীমের কোরবানির মূল বস্তু ছিল তাঁহার 'প্রাণ' কোরবানি করা। কেননা ইসমাইল তাঁহার প্রাণ-সমতুল্যই ছিলেন। বিশেষত তাঁহার ঔরসজাত বলিয়া তিনি তাঁহার প্রাণের অংশীদারও ছিলেন (ছিয়াশী বৎসর বয়স্ক সুবৃদ্ধ ইব্রাহীমের একই মাত্র সন্তান ইসমাইল)। তাই ইসমাইলকে কোরবানি করার মানে হযরত ইব্রাহীমের প্রাণকে কোরবানি করা। আর আজকাল যে কোরবানি করা হয়, তাহাতে কোরবানির পশুর সাথে কোরবানিদাতার কোনরূপ স্নেহ বা মায়ার বন্ধন থাকে কি?

হযরত ইব্রাহীম আল্লাহর নির্দেশ মানিয়া শুধু কোরবানিই করেন নাই। আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে চলিতে যাইয়া তিনি নাকি ভীষন অগ্নিকুন্ডেও পতিত হইয়াছিলেন। **হযরত ইব্রাহীমের পদাঙ্ক অনুসরণ বা তাঁহার কৃতকর্মের অনুকরণ করাই যদি তাঁহার অনুসারীদের উদ্দেশ্য হয়, তবে তিনি যেই তারিখে অগ্নিকুন্ডে পতিত হইয়াছিলেন, সেই তারিখে তাঁহারা অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দেন না কেন?**

হযরত ইব্রাহীমের খোদাভক্তি উত্তরাধিকারসুত্রে ইসমাইল পাইয়াছিলেন। তাই নিজেকে কোরবানি করার বানী শ্রবণে মহানন্দে তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন এবং পিতার ছুরিকার নিচে স্বেচ্ছায় শয়ন করিয়াছিলেন। আর বর্তমানে কোরবানি প্রথায় পশুর কোন সম্মতি থাকে

কি? একাধিক লোকে যখন একটি পশুকে চাপিয়া ধরিয়া জবেহ করেন, তখন সে দৃশ্যটি বীভৎস বা জঘন্য নয় কি?

মনে করা যাক, মানুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী এক অসুর জাতি পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া, তাহারা পুণ্যার্থে মহেশ্বর নামক এক দেবতার নামে জোরপূর্বক মানুষ বলি দিতে আরম্ভ করিল। তখন অসুরের খাঁড়ার (ছুরির) নীচে থাকিয়া মানুষ কি কামনা করিবে? 'মহেশ্বরবাদ ধ্বংস হউক, অন্ধ বিশ্বাস দূর হউক'- ইহাই বলিবে না কি?

হযরত ইব্রাহীম দ্বিধাহীন চিত্তেই ইসমাইলের গলায় ছুরি চালাইয়াছিলেন। কিন্তু বলির শেষে দেখিলেন যে, কোরবানি হইয়াছে একটি দুম্বা, ইসমাইল তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। ঐ সময় দুম্বা কোরবানি না হইয়া প্রকৃতপক্ষে যদি ইসমাইলই কোরবানি হইতেন, তবে তাঁহার অনুকরণে মুসলিম জাহানে আজ কয়টি কোরবানি হইত?

হযরত ইব্রাহীমের কোরবানি দেওয়া হইল বটে, ইসমাইল কোরবানি হইলেন না এবং যে দুম্বাটি কোরবানি হইল, তাঁহার কেনা নয় এবং পালেরও নয়। অধিকন্তু উহা কোথা থেকে হইতে কিভাবে আসিল, তাহাও তিনি জানিলেন না। ঘটনাটি আজগুবি নয় কি?

কোরবানি প্রথায় দেখা যায় যে, কোরবানির পশুর হয় 'আত্মত্যাগ' এবং কোরবানিদাতার হয় 'সামান্য স্বার্থত্যাগ'। দাতা যে মূল্যে পশুটি খরিদ করেন, তাহাও সম্পর্ণ ত্যাগ নহে। কেননা মাংসাকারে তাহার অধিখাংশই গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, সামান্যই হয় দান। এই সামান্য স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে যদি দাতার স্বর্গলাভ হইতে পারে, তবে কোরবানির পশুর স্বর্গলাভ হইবে কি না? যদি না হয়, তবে ঐসকল পশুর আত্মত্যাগের স্বার্থকতা কি? আর যদি হয়, তবে সকল পশুর হইবে কি না; অর্থাৎ অসুদপায়ে অর্জিত (হারাম) অর্থে দেওয়া কোরবানির পশুর স্বর্গলাভ হইবে কি না? যদি না হয়, তবে ঐ সকল পশুর অপরাধ কি?

বাইবেল তথা তৌরিতে পুণ্যার্থে বাহুল্যরূপে গোহত্যার বিবরণ পাওয়া যায়। হযরত ইব্রাহীম ঐ মতের প্রবর্তক বা সমর্থক ছিলেন এবং হযরত মোহাম্মদ (স.) ঐ মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ গোপালন করিয়া আসিতেছে- দুগ্ধপ্রাপ্তির ও কৃষিকাজের জন্য। কিন্তু মরুময় আরব দেশে কৃষিকাজ নাই বলিলেই চলে। সুতরাং ওদেশে দুগ্ধবতী গাভী কাজে লাগিলেও বলদগুলো কোন কাজেই লাগে না। তাই আরবদেশের লোকে পুণ্যার্থেই হউক আর ভোজার্থেই হউক, বাহুল্যেরূপেই গোহত্যা করিতেন। কাজেই ঐ দেশীয় ধর্মশাস্ত্রগুলিতেও গোহত্যার ব্যবস্থা দেখা যায়। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে গোজাতি মানুষের পরম উপকারী পশু। কৃষিকাজের সহায়ক বলিয়া আর্যগণ গোহত্যা অন্যায় মনে করিতেন। তাই তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্রেও 'গোহত্যা মহাপাপ' বলিয়া উল্লেখ আছে। আর্যগণ মনে করিতেন- গাভী আমাদিগকে দুগ্ধদান করে, সুতরাং সে মাতৃ-সমতুল্য এবং বলদকৃষিকাজের সহায়ক হইয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করে, তাই সে পিতৃ-সমতুল্য, কাজেই উহারা আমাদের সম্মানের ও পূজার পাত্র। অধিকিন্তু হিন্দুগন ছাগ ভক্ষন করে, অথচ দুগ্ধজাত বলিয়া ছাগী ভক্ষন করে না। কিন্তু 'দুগ্ধদাতৃ' বলিয়া কোন পশুর প্রতি মুসলমানদের কোন কৃতজ্ঞতা নাই।

কৃষিপ্রধান দেশগুলোতে আজও ব্যাপক ক্ষেত্রে গরুর দ্বারা কৃষিকাজ চলিতেছে। যদিও কিঞ্চিৎ ট্রাক্টরাদি দ্বারা যান্ত্রিক চাষাবাদের চেষ্টা চলিতেছে, উহা করে যে গরুর চাহিদা মিটাইবে, তাহা আজও বলা যায় না। সুতরাং কৃষিপ্রধান দেশগুলোতে গোহত্যা ক্ষতিজনক নয় কি?

- -

‘আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১, সম্পাদক- আইয়ুব হোসেন, দ্বিতীয় মুদ্রন : আগষ্ট ১৯৯৪।’ থেকে প্রবন্ধটি সংগৃহীত।- অনুলেখক (অনন্ত)
)।

অন্যান্য প্রবন্ধ :

- প্রাণীহত্যা ও বিবেকবোধ **: উম্মে মুসলিমা**
- Hajj and Qurbani: Their impact on the economies of poor countries : Mohammad Asghar